দৈনিক সংবাদ

NOV. 26 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জহুরুল ও জগন্নাথ হলে ছাত্রলীগের বৈধ ছাত্রদের ওঠানো হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের আলোচনার মাধ্যমে আগামীকাল মঙ্গলবার জহুরুল হক হলে এবং বুধবার জগন্নাথ হলে ছাত্রলীগের বিতাড়িত বৈধ নেতা-কর্মীদের ওঠানোর মাধ্যমে সহাবস্থানের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এ ২টি হলের পর অন্যান্য হলে পর্যায়ক্রমে বৈধ ছাত্রদের ওঠানো হবে।

গতকাল রোববার উপাচার্যের কার্যালয়ে দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত টানা আড়াই ঘন্টা আলোচনার পর এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম ছাড়াও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বেগ শাহীন জাহান, এ. কে. এম আজিম, আলমগীর হাসান, দেলোয়ার হোসেন, সাইফুন্নবী সাগর, হেমায়েত উদ্দিন হিমু, পঙ্কজ সাহা প্রমুখ। ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মনির হোসেন, আসাদুজ্জামান আসাদ, আবদুল কাদের জুয়েল, আমিনুল ইসলাম শিমুল, আবদুল হালিম খোকন প্রমুখ।

সভায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ উভয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাস ও বহিরাগতমুক্ত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। হলগুলোতে কোন্ প্রক্রিয়ায় ছাত্রদের ওঠানো হবে তা নিয়ে আগামী মঙ্গলবার সকালে কর্তৃপক্ষের সাথে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রলীগ এ ২টি হলে তাদের ২ শতাধিক নেতা-কর্মীর তালিকা দিয়েছে।

সহাবস্থান সম্পর্কে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেন, ছাত্ররা হলে থাকবে এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু ছাত্রলীগ যদি সাধারণ ছাত্রদের নাম করে সন্ত্রাসী- বহিরাগতদের হলে ওঠানোর চেষ্টা করে তাহলে সাধারণ ছাত্ররা তাতে বাধা দেবে।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক এ. কে. এম আজিম বলেন, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমরা সবকিছু করব; কিন্তু

ঢাকা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

ঢাকা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলে ওঠার পর যদি দেখি সহাবস্থানের প্রক্রিয়া কার্যকর হচ্ছে না তবে আমরা অন্য চিন্তা করব।

উল্লেখ্য, গত ২রা অক্টোবর ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হল দখল করে নেয়। এরপর গত ১৩ই নভেম্বর ছাত্রলীগ দখলকৃত জহুরুল হক হলটিও দখলের মাধ্যমে সবকটি দখল করে। এতে ছাত্রলীগের প্রায় ৫ শতাধিক নেতা-কর্মীর ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ছাত্রলীগ ১১ দফা দাবিতে ধর্মঘটের হুমকি দিলে কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে আলোচনায় বসতে আহ্বান জানান। গত ১৯শে নভেম্বর ছাত্রলীগের সাথে কর্তৃপক্ষের আলোচনা সভায় বৈধ ছাত্রদের হলে ওঠানোসহ ৫ দফা দাবি মেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য এক সপ্তাহের সময় চান। গতকাল রোববার ছিল তার শেষদিন।

গতকালকের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম বলেন, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা আশাবাদী ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারব।